



47516 - বর্তমানে বদ্যমান ইঞ্জলিগুলো ঈসা আলাইহিস সালামের পরে লিখিত ও এতে বপুল পরমাণ বকিত হযছে

প্রশ্ন

আমরা মুসলমিরা জানি যে আল্লাহ তাআলা তার নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ইঞ্জলি অবতীর্ণ করছেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি জানতে পারি যে ঈসা মসীহ ইঞ্জলি নিয়ে আসেননি। বরং তাকে ক্রুশবদ্ধ করার পর (অথবা তাকে আল্লাহ তার কাছে তুলে নেওয়ার পর যমেনটি কুরআনে বলা হযছে) মসীহের ছাত্রদের হাতে এটি লিখা হযছে। এই দুটি মতের মাঝে আমরা কীভাবে সমন্বয় করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলহামদুলিল্লাহ, দুটি মতের মধ্যে এমন কোনো মতভেদ বা বিরোধ নহে, যার কারণে আমাদের উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হবে। প্রশ্নকারীর সংশয়ের পছন্দে কারণ হলো তিনি দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ উভয় বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যিক এবং আলহামদুলিল্লাহ, উভয়টিই সত্য:

প্রথম বিষয়: বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযলিকৃত ইঞ্জলি কিতাব এবং এই ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তাঁর নবী ঈসার উপর একটি কিতাব নাযলি করছেন এবং সেই কিতাবের নাম ইঞ্জলি। এটি ঈমানের মূলনীতি ও স্তম্ভসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজবি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“রাসূলের প্রতি তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযলি করা হযছে তার প্রতি তিনি ঈমান এনছেন, ঈমানদাররাও (তাই করছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনছে। (তারা বলছে,) “আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কারো সাথে কারো তারতম্য করি না।” তারা বলছে: “আমরা শুনছি ও মনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আপনার কৃপা (প্রার্থনা করি), আপনার কাছেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন।” [সূরা বাকারা: ২৮৫]

প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবিরলি আলাইহিস সালাম যখন ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন, তখন তিনি বলছেন: ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাগণের প্রতি, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষে দনিরে প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকদরিরে ভালো-মন্দকে প্রতি ঈমান আনবে। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমি বর্ণনা করেছেন]

তমেনভাবে এর প্রতি অস্বীকার বা সন্দেহে পোষণ করা হলো গোমরাহি ও আল্লাহর সাথে কুফরি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন (অটল থাক) এবং তুমি যে কতিব তাঁর রাসূলের উপর নাযলি করছেন ও যে কতিব তার আগে নাযলি করছিলেন সেগুলোর প্রতিও ঈমান আন। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফরেশেতাগণ, তাঁর কতিবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষে দনিকে (পরকালকে) অবিশ্বাস করবে সে সুদূর (গুরুতর) ভিন্নান্ধতিতে পতিত হবে।” [সূরা নসি: ১৩৬]

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে (মূলত) অবিশ্বাস করে, (বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে বিশ্বাস করি না” এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফরে; আর আমি (এই) কাফরেদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।” [সূরা নসি: ১৫০-১৫১]

দ্বিতীয় বিষয়: ইঞ্জিল, বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, আজ খ্রিস্টানদের হাতে বদ্যমান ইঞ্জিলসমূহ (গসপেলসমূহ): যদিও ঈসার উপর নাযলিকৃত ইঞ্জিলের প্রতি ঈমান রাখা আমাদের ঈমানের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত, তবুও আমরা এটিও বিশ্বাস করি যে আল্লাহ যত্নে নাযলি করছিলেন সত্বেও কোনো কতিব আর মানুষের কাছে অবশিষ্ট নেই, না ইঞ্জিল, না অন্য কোনো কতিব; শুধু কুরআন ছাড়া। বরং খ্রিস্টানরা নিজেরাও দাবি করে না যে তাদের হাতের কতিবগুলো এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিকৃত। বরং তারা এটাও দাবি করে না যে মসীহ আলাইহিস সালাম নিজের এগুলো লিখেছেন বা অন্যতর এগুলো তাঁর যুগে লেখা হয়েছে।

ইমাম ইবনে হায়ম রাহিমাহুল্লাহ ‘আল-ফসিল ফলি মলিল’ (২/২)-এ বলেন:

‘আমাদের এই প্রমাণ উপস্থাপনে কোনো কষ্ট করতে হবে না যে, ইঞ্জিলিসমূহ ও খ্রিস্টানদের অন্যান্য কতিবগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় এবং মসীহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকেও নয়, যে কষ্টটা ইহুদদের কাছে থাকা তাওরাত ও নবীদের নামে প্রচলিত কতিবগুলোর ক্ষেত্রে করতে হয়েছিল। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি দাবি করে যে তাদের হাতের তাওরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত। তাই আমাদেরকে তাদের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করতে হয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টানরা আমাদের এই সব ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দিচ্ছে। কারণ তারা দাবি করে না যে, ইঞ্জিলিসমূহ মসীহের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বা মসীহ এগুলো নিয়ে এসেছেন। বরং তাদের প্রথম থেকে শেষে সবাই, আরসী, মালকী, নাসতুরী, ইয়াকুবী, মারুনী ও বুলকানী, সবাই একমত যে এগুলো চারটি ইতিহাস গ্রন্থ, যগুলো চারজন পরিচিতি ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচনা করেছেন।

এগুলোর মধ্যে প্রথমটি মাত্তা (মথি) আল-লাওয়ানী কর্তৃক রচিত, যিনি মসীহের শিষ্য ছিলেন। মসীহ আলাইহিস সালামের উত্থানের নয় বছর পর শামের ইয়াহুয়া অঞ্চলে হিব্রু ভাষায় এটি তিনি লিখেছিলেন। যা মাঝারি আকৃতির হরফে প্রায় আটশ পৃষ্ঠার মতো।

দ্বিতীয়টি মারকাশ (মার্ক) কর্তৃক রচিত, যিনি শামউন ইবনে ইউন্নার শিষ্য ছিলেন। যাকে বাতবরো (পটীর) বলা হয়। মসীহের উত্থানের বাইশ বছর পর রোমান সাম্রাজ্যের দশে আন্তাকিয়ায় (এন্টকি) গ্রিকি ভাষায় লিখেছিলেন। তারা বলে যে উল্লিখিত শামউন নজিহে এটি রচনা করেছিলেন। তারপর শুরু থেকে তার নাম মুছে তার শিষ্য মারকাশের নামে দিয়েছিলেন। এটি মাঝারি আকৃতির হরফে চব্বিশ পৃষ্ঠার মতো। উল্লিখিত শামউন মসীহের শিষ্য ছিলেন।

তৃতীয়টি চকিৎসক লূকা (লুক) আল-আন্তাকী কর্তৃক রচিত। যিনি শামউন বাতবরোরও শিষ্য ছিলেন। পূর্ববোক্ত মারকাশ রচনার পর তিনি গ্রিকি ভাষায় এটি লিখেছিলেন। এটি পরিমাণে মাত্তার ইঞ্জিলের মতো।

চতুর্থটি ইউহান্না (যোহন) ইবনে সায়াহাই কর্তৃক রচিত, যিনি মসীহের শিষ্য ছিলেন। মসীহের উত্থানের ষাটের অধিক বছর পর গ্রিকি ভাষায় এটি লিখেছিলেন। এটি মাঝারি আকৃতির হরফে চব্বিশ পৃষ্ঠার মতো।’

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ‘আল-জাওয়াবুস সহীহ’ (৩/২১)-এ বলেছেন:

‘খ্রিস্টানদের হাতে যে ইঞ্জিলিসমূহ রয়েছে তা চারটি: মাত্তা, লূকা, মুরকুস ও ইউহান্নার ইঞ্জিল। তারা একমত যে লূকা ও মুরকুস মসীহকে দেখেননি, শুধু মাত্তা ও ইউহান্না তাঁকে দেখেছিলেন। আর এই চারটি বিবরণী যগুলোকে তারা (একত্রে) ইঞ্জিল বলে, আবার প্রত্যেকেটিকেও ইঞ্জিল বলে। এগুলো তারা মসীহের উত্থানের পরে লিখেছিল। সুতরাং তারা এতে উল্লিখে করেননি যে এগুলো আল্লাহর বাণী বা মসীহ আল্লাহর কাছ থেকে এগুলো পৌঁছে দিচ্ছেন। বরং তারা এতে মসীহের কছু কথা এবং তাঁর কছু কার্যাবলি ও মুজিয়া বর্ণনা করেছেন।’



মসীহের পরে লেখা এই কতিবগুলো প্রথমতঃ যতোবলে লেখা হয়েছিল সতোবলে আর অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ প্রথম কপিগুলো হারিয়ে গেছে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য মানুষের হাত থেকে বলিপ্ত হয়ে গেছে।

ইবনে হাযম বলেন:

‘খ্রিষ্টানদের কটে বা অন্য কটে এ বিষয়ে দ্বিমিত করেন না যে মসীহের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিমাত্র একশত বশি জন ঈমান এনেছিলেন... এবং যারাই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তারা তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরেও আত্মগোপন করে ভয়ে থাকতেন। তাঁর ধর্মের দিকে গোপনে আহ্বান জানাতেন। কটে তাঁর ধর্মের দাওয়াত দিতে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারতেন না এবং নিজের ধর্ম প্রকাশ করতে পারতেন না। আর তাদের মধ্যে যাকেই পাওয়া যেতে তাকেই হত্যা করা হতো...

মসীহের (আলাইহিস সালাম) উত্থানরে পর তারা এই অবস্থায় তনিশত বছর পর্যন্ত থাকলেন। নিজের আত্মপ্রকাশ করতে পারেননি, তাদের কোনও নিরাপদ স্থান ছিল না।

এই সময়কালে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিক্ত ইঞ্জিল বলিপ্ত হয়ে যায়, শুধু অল্প কিছু অনুচ্ছেদে ছাড়া যা আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ এবং তাদের লাঞ্ছনার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তারা পূর্ববোক্ত পরিস্থিতির মধ্যহে ছিলেন। এক পর্যায়ে বাদশাহ কুস্তানতবীন (কনস্ট্যান্টাইন) খ্রিষ্টান হলেন। তখন থেকেই খ্রিষ্টানরা প্রকাশ পলে, তাদের ধর্ম উন্মোচন করল, তারা সম্মিলিত হলো এবং ঈমান আনল।

আর যে ধর্মের অবস্থা এমন সবে ধর্মের কোনও বর্ণনা পরম্পরায় সঠিক থাকা অসম্ভব। কারণ গোপনে তরবারি নচিত গ্রহণ করা বিষয়ে অনেকে কছির অনুপ্রবশে ঘটল। এর অধিকারীরা এটাকে রক্ষা করতে পারেন না বা এর বক্তৃতিকে ঠেকাতে পারেন না।’[আল-ফসাল ২/৪-৫]

তাদের কতিবের সনদে এই বিশাল বচ্ছিন্নতা, তাদের সর্বোচ্চ সনদেও দুই শতাব্দীর বেশি সময়ের বচ্ছিন্নতা বদ্যমান, এর পাশাপাশি এই কতিবগুলো প্রথমতঃ যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেই ভাষায় আর অবশিষ্ট থাকেনি। বরং সেই ভাষাগুলো থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তারপর এমন অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হাতে একাধিকবার অনুবাদ করা হয়েছে যাদের জ্ঞান ও আমানতদারি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

এই কতিবগুলোর পারস্পরিক মতভেদে ও বিরোধই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ যে, এগুলো বক্তৃত হয়েছে এবং এগুলো সেই ইঞ্জিল নয় যা আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযলি করেছিলেন। আর আল্লাহ মহান সত্যই বলছেন:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا



“এই কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরিত্য দেখতে পতে।”[সূরা নসিা: ৮২]